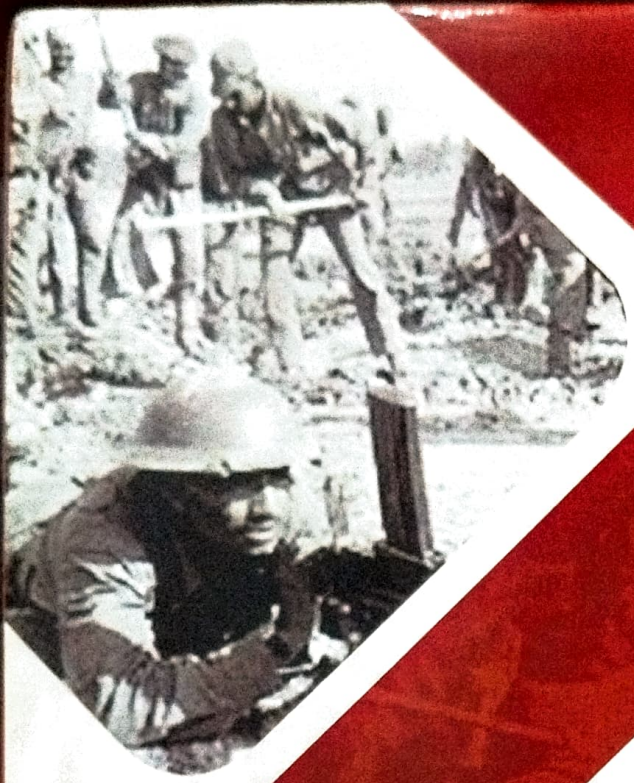

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উত্তরবঙ্গের অবদান

(The Role of North Bengal to the Bangladesh War of Liberation)

সম্পাদনা

ড. আনন্দগোপাল ঘোষ

কালীকৃষ্ণ সূত্রধর

অভিজিৎ রায়

ABHIJEET

ABHIJEET PUBLICATIONS
4658-A, First Floor, Ambika Bhawan,
21 Ansari Road, New Delhi 110002
Phone: 011-23259444
E-mail: abhijeetpublication@gmail.com
twitter:- @AbhijeetPub21
whatsapp:- 8076785356
Facebook:- https://www.facebook.com/abhijeetpublications
instagram: @abhijeet_publications
LinkedIn: jitendra-singh-7729292b/
Website: www.abhijeetpublications.com

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে উত্তরবঙ্গের অবদান
The Role of North Bengal in the Liberation War of Bangladesh
ড: আনন্দগোপাল ঘোষ, কালীকৃষ্ণ সূত্রধর ও অভিজিৎ রায়
Edited by Dr. Ananda Gopal Ghosh, Kalikrishna Sutradhar & Avijit Roy

First Published: 2023
© Reserved
ISBN: 978-93-92816-67-3

[All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, copied, stored in a retrieval system, transmitted or used in any form or by any means, whether electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission from the author or publishers, except for a brief quotations in critical articles or reviews.]

PRINTED IN INDIA

Published by J.K. Singh for Abhijeet Publications, New Delhi-110002, Lasertypeset by Abhijeet Typesetters, New Delhi and Printed at Infinity Imaging Systems, New Delhi.

দ্বিতীয় অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার অবদানন : একটি আলোচনা
অসীম বিশ্বাস ১২৭

মুক্তিযুদ্ধে উত্তর দিনাজপুর
ড. বৃন্দাবন ঘোষ ১৩৯

মুক্তিযুদ্ধে রায়গঞ্জ
প্রিয়রঞ্জন পাল ১৪৪

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও বালুরঘাটের একটি শরণার্থী শিবির : ফিরে দেখা
ড. কমলেশ চন্দ্র দাস ১৪৮

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে হিলির যুদ্ধ
সুদীপ ভট্টাচার্য ১৫৫

শহীদ চুড়কা মুর্মু
ড. সমিত ঘোষ ১৬২

তৃতীয় অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধে মালদা জেলা

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা ও প্রান্তিক ইতিহাসের আলোকে মালদা জেলা
দিবাকর প্রামাণিক ১৬৭

স্মৃতিরেখায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মালদহ
এম. আতাউল্লাহ ১৮০

মুক্তিযুদ্ধে মালদা জেলার বিস্মৃত এক স্কুল ও তাঁর প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা
সৌকর্য সোম ১৮৩

সেই মুক্তিসংগ্রামে কণ্ঠ মিলিয়েছিল মালদার গ্রাম-ও
এমাজুদ্দিন সেখ ও শম্পা দাস ১৮৮

চতুর্থ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধে দার্জিলিং জেলা

১৯৭১ শিলিগুড়ি সম্মেলন ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শিলিগুড়ি
কালীকৃষ্ণ সূত্রধর ১৯৫

পঞ্চম অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধে জলপাইগুড়ি জেলা

জলপাইগুড়ির 'জনমত' সাপ্তাহিক পত্রিকায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
ড. আনন্দগোপাল ঘোষ ২০৫

৭১ এর মুক্তিযুদ্ধে জলপাইগুড়ি জেলার শরণার্থী ক্যাম্প
দেবকুমার সেনগুপ্ত ২১৯

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে 'হিলির যুদ্ধ'

সুদীপ ভট্টাচার্য

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের দিন থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনে নিপীড়িত পূর্ব বাংলা যখন বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের নেতা মুজিবুর রহমানকে সমগ্র পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিল, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের পাল্টা ষড়যন্ত্রে সেই স্বপ্ন সম্পূর্ণভাবে ভেস্তে যায়। মুজিবুর রহমান তখন মরিয়া হয়ে ওঠেন এবং পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং জনগণকে গণযুদ্ধে যোগ দিতে বলেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আত্মগোপনকারী নেতাদের নেতৃত্বে একটি গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডে বাংলাদেশের ৩০ লাখ বাঙালি নারী প্রাণ হারায়, কোটি কোটি টাকার সম্পদ লুটপাট হয় এবং প্রায় ১০ লাখ বাঙালি সীমান্ত পাড়ি দেয়। তাদের একটা বড় অংশ উত্তরবঙ্গের সমতল ভূমিতে সরকারি আশ্রয়-শিবিরে চলে আসে। পৃথিবীর ইতিহাসে কখনও যুদ্ধের কারণে এত বিপুল মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়নি এবং অন্য দেশে আশ্রয় নিতে হয়নি। এই নির্যাতিত ও আশ্রয়হীন নারীদের সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে ভারত সরকারের প্রশাসন ও জনসাধারণ সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু এক বছর ধরে ভারত সরকারের পক্ষে উদ্বাস্তুদের এই আগমন এবং বিশাল আর্থিক বোঝা বহন করা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছিল। অবশেষে ১৮ নভেম্বর, ১৯৭১ সালে, রাষ্ট্রপতি ডি.ভি. গিরি জলপাইগুড়ির বলরামপুরহাট এবং বন্ধুনগর শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেন এবং এখানেই তিনি প্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে ভারত সহনশীলতার সীমা অতিক্রম করেছে। ৩০ শে নভেম্বর, ভারতের সাথে পাকিস্তানের সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয় পূর্ব ও পশ্চিমে। ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ঢাকায় আত্মসমর্পণ করে এবং কমান্ডারসহ এক লাখ সৈন্যকে বন্দী করা হয়। ১৭ ডিসেম্বর, ভারত পশ্চিম ফ্রন্টেও একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে।[১]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার হিলির অবদান গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। হিলির যুদ্ধ 'বগুড়া যুদ্ধ' নামেও পরিচিত। এই যুদ্ধ তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) সবচাইতে আলোচিত এবং অন্যতম কঠিন একটি যুদ্ধ। হিলিতে মুক্তিযুদ্ধ ২০ দিন ধরে হয়েছিল। এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর সঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর। ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে এই যুদ্ধের সম্পূর্ণ সমাপ্তি ঘটে।[২]

১৯৭১ সালের নয় মাস ধরে চলেছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের যুদ্ধ। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধে শরিক হয়েছিলো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন প্রতিবেশী দেশ ভারতবর্ষ। ইন্দিরা গান্ধী